কালো-সাদা ঃ হারাম-হালাল!!

আবু নাঈম ॥ **হা**রাম-এর শাব্দিক অর্থ নিষিদ্ধ, সংরক্ষিত, সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়। জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী কোন অর্থে কালো টাকাকে হারাম ঘোষণা করে আবার কালো টাকাকে সাদা করার জন্য হালাল করলেন তা এদেশের ৮০% মুসলমানের কাছে প্রশ্নই (?) হয়ে রইলো। বাজেট বক্তৃতায় তিনি হেসে কালো টাকাকে 'অপ্রদর্শিত আয়' বলে হালাল করার প্রস্তাব দিলেন আর দলীয় সাংসদরা দাঁত বের করে টেবিল চাপড়িয়ে তার হাসিতে শরীক হলেন। একেই বলে রাজনৈতিক ইসলাম। বাংলাদেশে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করা হয়েছে। গণতন্ত্র ও সংবিধান আছে। দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা এদেশের আপামর জনসাধারণের অজানা নেই। জোট সরকারের অর্থমন্ত্রীর হারাম ফতোয়া শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নিশ্চয় নয় বরং দৈনিক পত্রিকায় যখন তার ফতোয়া এসেছে তখন দেশবাসী আশ্বস্ত হয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে অর্থমন্ত্রী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিশ্চয়ই ধর্ম মেনেই এই ফতোয়া দিয়েছেন। দেশবাসী খুশি হয়েছিলেন অন্তত কালো টাকাই যে দুর্নীতির উৎস এবং এর ব্যাপকতা আর বাড়বে না এটা জেনে। আরো ধারণা করেছিলেন কালো টাকার মালিকরা ধরা পড়বেন এবং তাদের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে দেশ ও জাতির স্বার্থে। শ্বেতপত্র বের হবে কারা কালো টাকার মালিক। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র ধর্ম 'ইসলাম' করার বাস্তবতা ও যথার্থতা জোট সরকার দেশবাসীকে উপলব্ধি করাবার জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে আসবেন। কিন্তু বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী যা বললেন তার সোজাসাপ্টা অর্থ এই দাঁড়ায় ৭.৫০% হারে কর পরিশোধ করে কালো টাকা সাদা করা যাবে, আর হারাম হালাল হয়ে যাবে। অর্থাৎ জোট সরকারের রাজনীতিকরা ধর্ম, সংবিধান ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সোল এজেন্ট হয়ে বসেছেন। যা খুশি তারা তাই করবেন। যদি দেশের মঙ্গলের জন্য অর্থমন্ত্রী কালোকে সাদা করে থাকেন তাহলে প্রকাশ্যে ধর্মের অবমাননা করলেন। শুধু তাই নয়, জোট সরকারের রাজনীতিকরা নতুনভাবে দেশ ও জাতির ভাবমূর্তি নষ্ট করতে যাচ্ছেন এবং দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছেন। দারিদ্র্য নিরসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হলেও পদ্ধতিগত কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়নি। স্থানীয় ও গ্রাম সরকারের নামে বরাদ্দ রাখা হলেও স্বশাসিত গ্রাম সরকার নেই। দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করার কোনো বরাদ্দ নেই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বললেও সংবাদপত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নিউজপ্রিন্টের আমদানি শুল্ক যেখানে সর্বোচ্চ শতকরা ৫ থেকে ৬ ভাগ সেখানে আমাদের এখানে শুল্কহার বেড়ে ২৫ ভাগে উঠেছে।

তাই দুষ্ট লোকেরা বলাবলি করে জোট সরকারের মধ্যে দুটো অঙ্গদল ধর্মের নামে রাজনীতি করে ক্ষমতায় গিয়ে ধর্মান্ধদের শুধু মদদ দিচ্ছে না বরং সমাজের মধ্যে, সকল ধর্মের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার মদদ দিয়ে খুন, হত্যা আর ফতোয়াবাজির পথে চলেছে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য। তাদেরই সংস্পর্শে এসে ধর্ম আর গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে বিএনপি'র উচ্চমহলের অবস্থা লেজে-গোবরে হচ্ছে। দুষ্ট লোকেদের এই কথা যা দেশব্যাপী হাওয়ায় উড়ছে এবং উড়তে উড়তে সমগ্র বিশ্ব ছেয়ে ফেলছে তা প্রকাশ্যে প্রমাণ করলেন অর্থমন্ত্রী সাহেব। মাঝে মাঝে মুসলমানিত্ব তার বিবেকের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে দেশের স্বার্থে তিনি সত্য কথা বলে ফেলেন। আবার ক্ষমতার জন্য, দলের জন্য মিথ্যার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন অনৈতিক যুক্তি খাড়া করে। এই দ্বিচারিতার ফল কি তা তিনি পবিত্র কুরআন থেকে খুঁজে বের করে নিজের জীবনে সত্যের পথে চলার শক্তি অর্জন করুন - এটাই সময়ের দাবি। ❑